দেশের শ্রমিকশ্রেণি তাদের বিশ্বস্ত বন্ধুকে হারালো

শ্রমিক ফ্রন্টের শোক সভায় নেতৃবৃন্দ

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড জাহেদুল হক মিলুর মৃত্যুতে ২২ জুন '১৮ সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে সেগুনবাগিচাস্থ স্বাধীনতা হলে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক ফ্রন্টের সহসভাপতি কমরেড আব্দুর রাজ্জাক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোকসভায় আলোচনা করেন বাসদ নেতা কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, স্কপ নেতা ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, স্কপের যুগ্মসমন্বয়কারী জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক নঈমুল আহসান জুয়েল, টিইউসির সহসভাপতি মাহাবুবুল আলম, পুলক রঞ্জন ধর, আব্দুল ওয়াহেদ, হাবিব উল্লাহ বাচ্চু, কামরুল আহসান, সাইফুজ্জামান বাদশা, বিলস এর সৈয়দ সুলতানউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন টাফ নেতা ডা. ফয়জুল হাকিম লালা, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সভাপতি রওশন আরা রুশো, শ্রমিক ফ্রন্ট নেতা ওসমান আলী, রাজেকুজ্জামান রতন, জুলফিকার আলী প্রমুখ।

শোকসভায় সংহতি জানিয়ে উপস্থিত ছিলেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, উপস্থিত হয়েছেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) 'র সাধারণ সম্পাদক বদরুল আলম, ভূমিহীন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুবল সরকার, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জায়েদ ইকবাল খান, বাংলাদেশ গার্মেন্টস সংহতির সাধারণ সম্পাদক জুলহাজ নাঈম বাবু, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের প্রকাশ দত্ত, বিলস কর্মী মনিরুল কবির, কাভার্ড শ্রমিক নেতা কামরুজ্জামান, ঢাকা জেলা সিএনজি অটোরিক্সা মিশুক চালক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন দুলালসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন ইমাম হোসেন খোকন।

সভার শুরুতে প্রয়াত কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জান, সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরেজ ও কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন। এর পর সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, নারী ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

শোকসভায় নেতৃবৃন্দ কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, কমরেড মিলুর অকাল মৃত্যু আমাদের জন্য গভীর শোক ও বেদনার। তার মৃত্যুতে আমাদের দল এবং শ্রমিক আন্দোলনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা সহসা পূরণীয় নয়। এখানে উপস্থিত শ্রমিক নেতৃবৃন্দ যারা তাঁর সাথে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, যুক্ত আন্দোলনে ছিলেন তারাও সবাই একই উপলব্ধির কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, তাঁর দীর্ঘ ৪৮ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস এই স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়, তারপরও আমি সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা বলবো।

আমাদের দলের অভ্যন্তরে একটা কঠিন মতাদর্শগত সংগ্রাম সব সময় চলতে থাকে। বাইরে থেকে অনেকে সেটা হয়তো বুঝতে পারে না। সেই সংগ্রাম কখনও ছোট পরিসরে কখন তা অনেক বড় আকারে আমাদের করতে হয়েছে। সেই সংগ্রামের মধ্যদিয়েই দলকে টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। ১৯৮০ সাল বাসদ গড়ে ওঠার পর ১৯৮৩ সালে দলের অভ্যন্তরে শোধনবাদী ধারার বিরুদ্ধে একটা বড় ধরনের মতাদর্শগত সংগ্রাম হয়েছিলো। ২০১০ সালে ব্যক্তিবাদী-বিচ্ছিন্নবাদী ধারা এবং সর্বশেষ ২০১৩ সালে লড়াই করতে

হয়েছিলো গোঁড়ামিবাদের বিরুদ্ধে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রে কমরেড জাহেদুল হক মিলু দলের সঠিক নীতি-আদর্শের পক্ষে, সঠিক বিপ্লবী শক্তি নির্মাণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। '১৩ সালে গোঁড়ামিবাদের বিরুদ্ধে যখন দলের অভ্যন্তরে প্রবল সংগ্রাম চলে, তখন দলের অভ্যন্তরে গোপনে উপদলীয় কর্মকাণ্ডও চলতে থাকে। এ বিষয় তিনিই প্রথমে দলকে অবহিত করেন। কারণ যে এলাকাগুলোতে তিনি কাজ করতেন, দলীয় কাজ দেখাশুনা করতেন সেখানে কমরেডদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিলো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বাহ্যিকভাবে তার কথাবার্তায় সাধারণ ভাব থাকলেও তিনি ছিলেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির মানুষ। '১৩ সালে দল থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যখন একদল নেতাকর্মী চলে যায়, সে সময় তিনি যে অঞ্চলে কাজ দেখতেন সেখানে তুলনামূলকভাবে ক্ষতির পরিমাণটা কমই হয়েছিলো। তিনি নেতাকর্মীদের দলের আদর্শের প্রভাবের সাথে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। কমরেডদের সাথে তাঁর আদর্শ-ভালোবাসার, আন্তরিকতার একটা দৃঢ় বন্ধন ছিল।

আজকে দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ও নেতৃত্বের বেহাল দশার কথা, শূন্যতার কথা অনেকে এখানে বলেছেন। এই সময় তাঁর অনুপস্থিতি শূন্যতাকে আরও বাড়িয়ে দিবে। তিনি না ফেরার দেশে চলে গেলেও তার সংগ্রাম-আদর্শ আমাদের সামনে, বিপ্লবী আন্দোলন-শ্রমিক আন্দোলনের সামনে প্রেরণা হিসাবে থাকবে। এই শোকসভা থেকে আমরা সেই প্রেরণাই নিতে চাই। তার স্বপ্নকে ধারণ করে সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার শপথেই শোকসভার সফলতা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সফলতা। তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন তার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামের মধ্যদিয়ে। কমরেড মিলু লাল সালাম।

কমরেড ওসমান আলী : জাহেদুল হক মিলু ছাত্র জীবনে মুক্তির লাল পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সেই লাল পতাকা বুকে জড়িয়ে চির বিদায় নিলেন। তিনি মানবমুক্তির দর্শন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে পাথেয় করে বিরুদ্ধ স্রোতে বিরামহীন চলেছেন। তাঁর আইনের ডিগ্রিও ছিলো কিন্তু জীবিকার জন্য ওকালতি পেশা গ্রহণ করেননি, বিপ্লবী রাজনীতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুতে এদেশের মুক্তিকামী মানুষ একজন প্রকৃত বন্ধু, নেতাকে হারালো। তাঁর মৃত্যু আমাদের জন্য বেদনার এর মধ্যদিয়ে আমাদের যে ক্ষতি হলো তা অপূরণীয়। তিনি ছিলেন মুক্তি সংগ্রামের নিবেদিত প্রাণ।

কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন : কমরেড মিলু'র জীবনকাল ৬৪ বছরের, যা বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুর চেয়ে কম। কিন্তু ৬৪ বছরের জীবনে তাঁকে অনেক ঘাতপ্রতিঘাত, চড়াই-উতরাই অতিক্রম করতে হয়েছে। এত সবের পরেও তিনি লক্ষ্যের প্রতি ছিলেন অবিচল। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক, স্বপ্ন ছিলো শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার। দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু তাঁর লড়াই শেষ হয়নি। স্বাধীনতার পর শত্রু চিহ্নিত হয়েছে পুঁজিবাদ। সেই পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি লক্ষ্য স্থির করেছেন। তা করতে গিয়ে তিনি যুক্ত হয়েছেন শ্রমিক-কৃষক, মুক্তিকামী মানুষের সাথে। আমাদের পার্টি আমাদের শিক্ষা দিয়েছে জীবিকার জন্য তো সবাই চেষ্টা করে কিন্তু জীবনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য কি কেউ থাকবে না। পার্টির এই আহ্বানে আমাদের অনেক কমরেড জীবিকা অর্জনের সহজ পথ ছেড়ে মানবমুক্তির জটিল ও কঠিন পথে নিজেদের সমর্পিত করেছিলেন।

আপনারা জানেন আমাদের সমাজে বেঁচে থাকার যাদের নিশ্চিত কোন উপায় নেই তাদের যে কতো তাচ্ছিল্য-উপহাস সহ্য করতে হয়, আর্থিক টানাপোড়েনে কত কটু কথা শুনতে হয়, পরিবারে লোকজনের কাছ থেকেও কতো অপমান-অবহেলা সইতে হয়, যে সমাজের মানুষের মুক্তির জন্য তারা লড়াই করেন তাদের কাছ থেকেও অসম্মানিত হতে হয়। তাই দেখে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার পথের দাবি উপন্যাসে লিখেছেন–'তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই তো দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়; তাই তো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়; কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই নির্মিত হইয়াছিল–সেই তো তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে তো কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই তো ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন!'

আপনারা আমাদের দলকে দেখছেন–বাইরে থেকে অনেক গুছানো। কিন্তু তার ভিতরটা হচ্ছে একটা ওয়ার্কসপের মতো। সেখানে যেমন কাটাছেড়া, ঘসামাজা, ভাংচুর অনেক ধরনের কাজ হয়। শেষে ব্যবহার উপযোগী সুন্দর জিনিস বেরিয়ে আসে। আমাদের দলের অভ্যন্তরেও ভীষণ লড়াই-সংগ্রাম, টানাপোড়েন, সমালোচনা-আত্মসমালোচনা এগুলো চলে। কী হওয়া উচিত, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী তা নিয়ে বিতর্ক চলে, এসব নিয়ে কষ্টকর সংগ্রাম হয়। আমাদের জীবনে অনেক ভুল আছে, বদঅভ্যাস আছে। তার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমেই সেখান থেকে কিছু সংগ্রামী মানুষ বের হয়ে আসে। এই প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে আসা একজন মানুষ ছিলেন কমরেড জাহেদুল হক মিলু।

এখানে অনেকেই তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার পরিবার ছিলো আমাদের পার্টি পরিবার। যে কারণে তিনি আহত হওয়ার পর তার পরিবারের ভাই-বোনেরা আমাদের দলের ওপরই নির্ভর করেছেন। আমরা চিকিৎসার জন্য

যখন যে উদ্যোগ নিয়েছি তারা সেটাতে সন্তুষ্ট। সেই কারণে যখন কমরেড মিলু-কে লাইফ সার্পোটে নেয়া হয়েছে, তখন আমরা দস্তখত দিয়েছি, আবার যখন ডেথ সার্টিফিকেট নিতে হবে তখনও আমাদের দস্তখতে তা হয়েছে।

আমাদের পার্টির আর্থিক সামর্থ বেশি নাই। পার্টি চলে আমাদের নেতাকর্মী, সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী ও জনগণের সহযোগিতার ভিত্তিতে। কিন্তু আমরা কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়েছি। এয়ার এম্বুলেন্সে রংপুর থেকে ঢাকায় নিয়ে এসেছি। আমরা সামর্থের কথা ভাবিনি প্রয়োজনের কথা ভেবেছি। তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রায় ২০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এখানে যে শ্রমিক নেতারা আছেন তাদের অনেকে মাঝে মাঝে ফোন করে বলেছেন, যদি কোন সহযোগিতা লাগে তারা করবেন। আমরা সবদিক থেকে অকল্পনীয় সহযোগিতা পেয়েছি। প্রতিদিন ৮৫ টাকা মজুরি পায় যে চাশ্রমিকরা তারাও আমাদের চিকিৎসা তহবিলে সহযোগিতা করেছেন।

আমাদের দেশে ৪৩৭ ধরনের কাজের শ্রমজীবী মানুষ আছে। কমরেড মিলু নেই কিন্তু যে শ্রমজীবী মানুষের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন তারা এখনও আছে। কমরেড মিলু যে সংগ্রাম এগিয়ে নিয়েছিলেন, আমরা দেখছি সে পথ ধরে আমাদের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-নারী কমরেডরা একটু একটু করে এগিয়ে আসছেন। তিনি নেই এটা বাস্তব কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া সমাজপরিবর্তনের স্বপ্নটা আছে; তিনি আজীবন যে সংগ্রাম করেছেন সেই সংগ্রামের সাহস আছে, লড়াই এবং কর্তব্যের শিক্ষা আছে। তাকে অবলম্বন করে আমরা এগিয়ে যাব, মুক্তির জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তিনি শ্রমজীবী মানুষের লড়াইয়ের প্রেরণা।

অন্যের কাছে তিনি নিজেকে কখনো দৃষ্টিকটুভাবে উপস্থাপন করেননি। তাঁর শিক্ষা ছিল সংগ্রামের জন্য নিজেকে নিবেদিত করা, কিছু পাওয়ার জন্য লালায়িত হওয়া নয়। তিনি কর্তব্য পালনের জন্য অনেক পদে ছিলেন কিন্তু পদ তাকে কখনো অহংকারী করেনি। মুত্যুর পর তাকে পার্টির লালপতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়েছিলো, আমরা তেমন স্বপ্ন দেখি যাতে পার্টির বিপ্লবী পতাকাকে বুকে নিয়ে মরতে পারি। সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি।

রওশন আরা রুশো : এত তাড়াতাড়ি কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র শোকসভা করতে হবে, তা কোনো দিন ভাবিনি। ফলে, তার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করাই হলো তার প্রতি সম্মান দেখানো। আমাদের দলের বাইরেও যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন, সেই সহযোগিতাও আমাদের জন্য প্রেরণার।

ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান : কমরেড জাহেদুল হক মিলু শুধু সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি নয়, তার চেয়েও বড় কিছু। তাঁর মৃত্যুতে শ্রমিক আকাশের একটি নক্ষত্রের পতন হলো। তিনি যেকোনো বিষয়কে বস্তুবাদী নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার সাথে বিচার করতেন। একটা জটিল সমস্যার সহজ সমাধানে বিশেষ দক্ষতা ছিলো ওনার। তিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে লড়াই চালিয়ে গেছেন, যা আজকের সময়ে অত্যন্ত বিরল। তার মুত্যু আমাদের জন্য শোকের এটা ঠিক, তাঁর শূন্যস্থান আমাদের পূরণ করতে হবে। তাঁর আজীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে।

নঈমুল আহসান জুয়েল : গভীর শ্রদ্ধার সাথে কমরেড জাহেদুল হক মিলুকে স্মরণ করছি। তিনি শুধু শ্রমিক ফ্রন্টেরই নেতা না তিনি মুক্তিকামী শ্রমিকদের বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন। তিনি ছাত্র রাজনীতি থেকে শ্রমিক রাজনীতিতে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন। সেই আদর্শের পরিপূরক নিরাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন, নিভৃতে কাজ করে যেতেন। আমরা লক্ষ্য করেছি বাসদ ও শ্রমিক ফ্রন্টের নেতাকর্মীরা কমরেড মিলুকে সুস্থ করে তোলার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, সেটা আমাদের দেশে নজিরবিহীন। ওনার মরদেহ কুড়িগ্রামে নেয়ার পর যে বিশাল শোকর‍্যালি হয়েছে সেটা অভূতপূর্ব। কমরেড মিলু'র স্বপ্নের পথ ধরেই আমরা এগিয়ে যাব। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন। তাঁর দল, শ্রমিক সংগঠন ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি।

মাহাবুবুল আলম : কমরেড জাহেদুল হক মিলু একজন যুক্তিবাদী, বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য নিবেদিত প্রাণ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে আজীবন টিকে থাকাও কঠিন সংগ্রামের পরিচয়। আমরা আশাবাদী ছিলাম দুর্ঘটনার পর তিনি সুস্থ হয়ে আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। আমরা শ্রমিক আন্দোলনের একজন প্রকৃত বন্ধুকে হারিয়েছি। তাঁকে স্মরণ করা মানে তার সংগ্রামকে স্মরণ করা আর যে সংগ্রাম তিনি করেছেন তা প্রতিষ্ঠা করাই হবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

ডা. ফয়জুল হাকিম লালা : কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র এরকম মৃত্যুর জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের দেশে এখন মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। এভাবে মৃত্যুটা ভীষণ কষ্টের। এই শূন্যতা, ক্ষতি পরিবার, সংগঠনের ও শ্রমজীবী মানুষের। মানুষের জীবনে সঠিক অবস্থান নেওয়ার সুযোগ আসে জীবনে একবার, কমরেড মিলু সঠিক অবস্থান নিতে পেরেছিলেন। আজকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি তাতে তাঁর অনুপস্থিতি অপূরণীয় ক্ষতির। এটা বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে, নিজেদের সংহতি বাড়িয়ে ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। প্রয়াত কমরেড মিলু'র চিকিৎসার জন্য বাসদ ও তার গণসংগঠনসমূহ যেভাবে একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করেছে সেটা প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়।

আজকে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এর সাথে যারা যুক্ত তাদের লক্ষ্য একমাত্র মুনাফা, তাই যাত্রী-জনগণের ব্যপারে তাদের কোন ভাবনা নেই। পরিবহন শ্রমিকদের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই, বিশ্রাম নেই, কোন ধরণের সুযোগ-সুবিধা নেই। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক উত্থান ঘটাতে হবে।

সাইফুজ্জামান বাদশা : জাহেদুল হক মিলু'র প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। দেশে এখন সবচেয়ে বিশৃঙ্খল খাত পরিবহন। পরিবহন নেতাদের বলবো আপনারা এই খাতকে একটু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনুন। এই বিশৃঙ্খলার বলি কমরেড মিলু। বাসদ, শ্রমিক ফ্রন্ট, ছাত্র ফ্রন্টের কমরেডরা কমরেড মিলু'র চিকিৎসার জন্য যে চেষ্টা চালিয়েছেন তা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এর জন্য তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর মৃত্যুতে বাসদ-শ্রমিক ফ্রন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করে তারা। জাহেদুল হক মিলু বিশুদ্ধ, সাচ্চা রাজনীতির লড়াই করতেন। তাঁর অসমাপ্ত লড়াই সমাপ্ত করার মধ্যদিয়েই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

কামরুল আহসান : কমরেড জাহেদুল হক মিলু একজন ত্যাগী-সংগ্রামী রাজনৈতিক, শ্রমিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা। শ্রমিক রাজনীতিতে এখন খুবই খারাপ সময় যাচ্ছে। এই সময়ে যে কয়জন নেতা নিষ্ঠার সাথে কাজ করছেন কমরেড মিলু তাদের মধ্যে একজন। শ্রমিক আন্দোলনের এই সংকটময় সময় থেকে কীভাবে উত্তরণ ঘটানো যায় তিনি ভাবতেন। তিনি আমাদের আন্দোলনের সাহস যোগাতেন। তাঁর চলে যাওয়া আমাদের জন্য বড় ক্ষতির। তিনি চলে গেলেও তাঁর সংগঠন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

হাবিবুল্লাহ বাচ্চু : জাহেদুল হক মিলু'র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি। আমরা তাঁর সাথে যুক্ত আন্দোলন করেছি। তিনি শ্রমিক আন্দোলনের একজন নীতিবান নেতা ছিলেন। তিনি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। আজকে শ্রমিকরা গণতান্ত্রিক, মানবাধিকার ও সাংবিধানিক সব ধরনের অধিকারহীন অবস্থায় আছে। শ্রমিক আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বই এই অবস্থার মোড় ফেরাতে পারে। ফলে জাহেদুল হক মিলু'র মৃত্যু শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করবে। আমরা সেটাকে কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করবো।

আব্দুল ওয়াহেদ : আমরা যারা শ্রমিকদের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে আসছি, আমাদের সম্পর্কে সর্বসাধারণের রাষ্ট্র-সরকারের মনোভাব কী? মনোভাব হলো, শ্রমজীবী মানুষের ন্যায় আমরাও অবহেলিত। আমাদের দুর্বলতার জন্য আমাদের শ্রেণিকে যেমন মর্যাদার জায়গায়, অধিকার আদায়ের জায়গায় দাঁড় করানো যায়নি আমরাও দাঁড়াতে পারিনি। শ্রমিক আন্দোলনের এইরকম বাস্তবতায় কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র মতো শ্রমিক বান্ধব সজ্জন ব্যক্তির অকাল প্রয়ান আমাদের আরও শক্তিহীন-অসহায় করে তোলে।

পুলক রঞ্জন ধর : কমরেড জাহেদুল হক মিলু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, মার্জিত মানুষ ছিলেন। শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামকে বিজয়ের দিকে নেওয়াই ছিলো ওনার উদ্দেশ্য। শ্রমিকশ্রেণিকে সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর কোন বিকল্প নেই। কমরেড মিলু লাল সালাম।